মাদ্রাসা শিক্ষার স্বকীয়তা রক্ষায় মোদাররেছীনের সুপারিশ যথার্থ

শিক্ষানীতিতে ধর্মীয় শিক্ষা বাদ দিয়ে ললিতকলাকে প্রাধান্য দেয়া জনগণ মানবে না

-বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ

স্টাফ রিপোর্টার

জাতীয় শিক্ষানীতির খসড়ায় মাদ্রাসা শিক্ষার স্বকীয়তা রক্ষিত না হওয়ায় এবং সাধারণ শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে ধর্মশিক্ষাকে উপেক্ষা করে ললিতকলাকে প্রাধান্য দেয়ার প্রতিবাদ করেছেন বিভিন্ন ইসলামী রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। গতকাল পৃথক পৃথক বিবৃতিতে তারা বলেন, এদেশের ৯০ ভাগ মানুষের প্রত্যাশা হচ্ছে শিক্ষার সকল স্তরে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা এবং মাদ্রাসা শিক্ষার স্বকীয়তা রক্ষায় প্রয়োজনীয় নীতি সংযুক্ত করা, সুতরাং মাদ্রাসা শিক্ষার স্বকীয়তা রক্ষায় জমিয়াতুল মোদাররেছীনের সুপারিশ সংযোজিত হওয়া দরকার। বিবৃতিতে বলা হয়, শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করতে গেলে প্রাথমিক শিক্ষা ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত করা, বিদ্যালয়ে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীকে সম্পৃক্ত করা গেলে পাঠদানে শিক্ষক সমস্যা, অবকাঠামো সমস্যা, পদাবনতি ও শিক্ষক আধিক্যের বিষয়সমূহকে বিবেচনায় এনে এর সমাধানের সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকা দরকার।

ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশ

মহাজোটের শরীক দল ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশ'র চেয়ারম্যান আল্লামা বাহাদুর শাহ মোজাদ্দেদী, ভাইস চেয়ারম্যান আল্লামা গোলাম মাওলা নকশবন্দী, মহাসচিব আল্লামা জয়নুল আবেদীন জুবাইর এক যৌথ বিবৃতিতে মাদ্রাসা শিক্ষার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বহাল রেখে এ ধারাকে আরো আধুনিক ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদাররেছীনের শিক্ষানীতি সম্পর্কীয় সংশোধনী ও সুপারিশমালা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে সম্পৃক্ত করার জন্য সরকার ও জাতীয় শিক্ষানীতি পৃঃ ৫ কঃ ৪